রেজিষ্টার নং ৩৫

Registered No. 35

রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৩৫০, ডাক মাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা॥ অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ— প্রতি পঁক্তি, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৴০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৬ ভাগ { কলিকাতাঃ—২৫এ পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৮ই জানুয়ারি ১৮৭৩/খৃঃ অব্দ। } ৪৮ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—000—

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আউন্স শিশির মূল্য ॥০ আনা।

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালানবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের

শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ।০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

কাব্যদর্পণ।

কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য দর্পণ, কাব্যাদর্শ, রসামৃত সিন্ধু ও অলঙ্কার কৌস্তুভ প্রভৃতি বহুবিধ অলঙ্কার শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া, কোন এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার "কাব্যদর্পণ" নামে একখানি বাঙ্গলা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার সমস্ত লক্ষণের যথোপযুক্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিতে প্রায় ১২ বৎসর কাল ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৷৷০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। তবে যাঁহারা কলিকাতা ৩০ নং ভবনে সংস্কৃত ডিপজিটরিতে আমার নিকটে বা বৌবাজার ২৪৯ নং ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ প্রেসে অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা ১ এক টাকা মাত্র পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। টিকিট পাঠাইলে টাকায় দুই পয়সা কমিসন পাঠাইবেন।

কলিকাতা বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

৩০ নং ভবন সংস্কৃত পুস্তকালয়

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে এবং কলেজ ষ্ট্রীট কেদারনাথ চাটুর্ব্যে কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। ২৫

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

চন্দ্রনাথ।

উপন্যাস ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১ টাকা। প্রয়োজন হইলে কলিকাতা বেচুরাম চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পুরাতন চিনা বাজার শ্রীযুত পদ্ম নাথের ৪৮নং দোকানে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে। ১

টপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত টপ সঙ্গীত আমি সমগ্র সংগ্রহ করিয়াছি। এক খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মূল্য ।/০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম, ধাম ও মূল্য সত্বর প্রেরণ করিবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বা… প্রকাশক

ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন } প্রকাশক

১২ নং বাটী রামায়ণ প্রেস } শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বা…

রুশিয়া।

কিছু দিন পূর্ব্বে রুশিয়দিগের লইয়া ইংলণ্ড ও এদেশে যেরূপ গোলযোগ আরম্ভ হয় তাহাতে অনেকে ভয় করেন যে রুশিয়গণ ভারতবর্ষে আগত-প্রায় হইয়াছে। এদেশের অজ্ঞ লোকের মধ্যে এই রূপ জনরব উঠে যে রুশিয়গণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। এক দিন এক জন ভদ্র লোক অনেক রাত্রে ফরেন্ আফিসে অনেক গুলি বড়২ সাহেবকে দেখিয়া এত ভীত হন যে তিনি দৌড়াইয়া সেই রাত্রে আমাদের আফিসে আসিয়া উপস্থিত হন ও জিজ্ঞাসা করেন আমরা রুশিয়দিগের সম্বন্ধে কোন সম্বাদ রাখি কি না। রাজপুরুষেরা গত বৎসর যখন ক্যাম্প একসারসাইজের অনুষ্ঠান করেন তখন এমন কি সুশিক্ষিত দিগের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে ইংরাজেরা একটী মিথ্যা উপলক্ষ করিয়া রুশিয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা এখন এ সমুদয় ভয় গিয়াছে। এখন একটী কামানের শব্দ হইলেই আর লোকে ভাবেনা যে ঐ বুঝি রুশিয়গণ আসিয়াছে। কিন্তু তথাচ রুশিয়গণ মধ্য আশিয়ায় কি করিতেছে ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদের সকলেরই ভারি কৌতুহল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রুশিয়গণের গতিবিধি এরূপ নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন যে তাহা আমাদের বুঝা দূরে থাকুক ইংরাজেরাও এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। রুশিয়গণ খিবা দখল করিয়া এত দিন তাহা লইয়া ব্যস্ত ছিল। সম্প্রতি তাহাদের খিবা দখল সমাধা হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে যেরূপ বেগে ভারতাভিমুখে আসিতেছিল সম্ভবতঃ খিবার শাসন কার্য্য সুশৃংখল করিবার নিমিত্ত সে বেগ তাহাদের কতক সাম্য করিতে হইয়াছিল। এখন খিবা সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়াছে, হয়ত শীঘ্র আবার রুশিয়দিগের ভারতাভিমুখে অগ্রসর লইয়া এদেশে আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইবে। আমাদের মধ্যম কুমার বাহাদুরের বিবাহ বর্ত্তমান মাসে সমাধা হইবে, এই রূপ উদ্যোগ হইয়াছে। যদিও ইউরোপীয় জাতি দিগের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের সঙ্গে রাজ্যের রাজনীতির কিছু মাত্র সংস্রব থাকে না, তথাপি বিবাহের সময় ইংলণ্ডের প্রতি রুশিয়ার শত্রুতাচারণে আর কিছু না হউক পাত্র পাত্রীর মনে কষ্ট হইতে পারে। সুতরাং সে নিমিত্ত রুশিয় সম্রাট আপাততঃ ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইবার কোন রূপ উদ্যোগ না করিতে পারেন। রুশিয়ার সম্রাট খিবাধিপতির সহিত যেরূপ বন্দবস্ত করিলেন তাহাতে রুশিয়াধিকৃত রাজ্য হইতে ভারতবর্ষ কেবল দুই শত ক্রোশ মাত্র ব্যবধানে থাকিল। এ দুই শত ক্রোশ অধিকার করা রুশিয়গণের পক্ষে তত কঠিন হইবে না। তাহারা মধ্য আশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ক্রমে সৌহৃদ্যতা করিয়া লইতেছে। তবে কাবুল আমাদের অনুগত আছে। শেরআলি বোধ হয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কখনই ইংরাজদিগকে বৈরির সম্মুখে নিক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু সেখানে আবার অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত। শের-আলির সঙ্গে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খাঁর ক্রমাগত বিবাদ যাইতেছে। আমরা যেরূপ অবগত হইয়াছি তাহাতে শেরআলি যেরূপ ইংরাজভক্ত ইয়াকুব খাঁ সেই রূপ ইংরাজদিগকে ঘৃণা করেন। শেরআলি ইংরাজ দিগের অনেক আচার ব্যবহার দেশের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছেন বলিয়া ইয়াকুব ভারি বিরক্ত। শেরআলি ইংরাজদিগের সংসর্গে মদ্য পান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তিনি পিতাকে যথোচিত ভক্তি করেন না। ইয়াকুব খাঁর বিশ্বাস যে ইংরাজ জাতি ভারি স্বার্থপর, তাঁহাদের যত দিন স্বার্থ থাকিবে তত দিন আত্মীয়তা দেখাইবেন। ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে কাবুল সম্বন্ধে যে অন্যায়াচরণ করেন তাহা তিনি তাঁহার পিতাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেন। আবার সম্প্রতি শেরআলি খাঁ তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। ইয়াকুব খাঁর সুতরাং পিতার সঙ্গে ঐক্য হইবার আর আশা নাই। তিনি অনেক দিন অবধি বিদ্রোহ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সংপ্রতি তিনি ক্রমে আপনার দলবল বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং রুশিয় গণ যদি ইয়াকুব খাঁর সঙ্গে যোগ করে তাহা হইলে তাহাদের কাবুলে প্রবেশ করা তত কঠিন হইবে না এবং তাহা হইলে প্রকৃত ভারতবর্ষের সমূহ বিপদ। ভারতবর্ষে ইংরাজ দিগের যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে হইবে শুনিলে আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠে। বাঙ্গালিরা যুদ্ধ করিতে যাইবে না বটে কিন্তু তথাচ যুদ্ধের পরিণাম কি হয় এই ভয়ে আমাদিগকে অনেক সময় অস্থির করিয়া ফেলে। দেশে যুদ্ধের উদ্যোগ হইলে প্রজা দিগের নানা রূপ কষ্ট। যেবার শিপাহী যুদ্ধ উপস্থিত হয় সেবার নির্দ্দোষী নিরীহ প্রজারা কত কষ্ট সহ্য করে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধ ঘটনায় রাজ্যের ব্যয় দ্বিগুণ হইবে এবং আমাদের সেই ভার কুলাইতে হইবে। যে জাতি নির্ধন তাহার পক্ষে এ ভাবনাও নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু তথাচ আমরা জানি অনেকের মনে মনে ইচ্ছা যে রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পিতৃ বৎসল সন্তানকে যদি পিতা সন্দেহ করেন যে পুত্র তাঁহাকে স্নেহ করে কি না, পতিপ্রাণা স্ত্রীকে যদি স্বামী সন্দেহ করেন, যে স্ত্রী তাহার প্রতি অনুরাগিনী কি না, তাহা হইলে তাহারা মনের কষ্টে অনেক সময় মনে মনে চিন্তা করে যে এরূপ কোন সুযোগ উপস্থিত হইত যাহাতে তাহারা পিতার কি স্বামীর প্রতি তাহাদের হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে পারিত, তাহারা ভাবে এরূপ কোন সুযোগ হইত যাহাতে পিতা কি স্বামী বুঝিতে পারিতেন যে পুত্র কি স্ত্রী তাঁহাকে কত স্নেহ করে। আমাদের মধ্যে অনেকে সেইরূপ এদেশীয় গণ ইংরাজ রাজ্যের কত অনুরক্ত তাহাই দেখাইবার জন্য একটি সুযোগ প্রার্থনা করেন। যত দিন ইংরাজেরা ভারতবর্ষের এক ছত্রাধিপতি না হইয়া ছিলেন, যত দিন পঞ্জাবে রণজিত সিংহ জীবিত ছিলেন ততদিন আমাদের এরূপ সুযোগের প্রয়োজন ছিল না। ইংরাজেরা তখন পদে পদে অনুভব করিতে পারিতেন যে আমরা কিরূপ তাহাদের একান্ত অনুরক্ত। কিন্তু যে অবধি ইংরাজ রাজ্য এদেশে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, যে অবধি আমাদের আনুরক্তি বিরক্তির সঙ্গে ইংরাজদের স্বার্থের সংস্রব লুপ্ত হইয়াছে, সেই অবধি আমাদের প্রতি আমাদের রাজা সন্দিহান্ হইয়াছেন। পূর্ব্বে অনেক সময় আমাদিগের নিকট ইংরাজদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত, তাঁহাদের অনেক কার্য্যে আমাদের সাহায্যের আবশ্যক করিত, অনেক সময় তাঁহারা ভাবিতেন যে যদি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন সুতরাং সে সময় আমাদিগকে আত্মীয় ভাবিতেন। আমরাও দুঃখের সুখের কথা বলিলে তাঁহারা তাহাতে মনোযোগ দিতেন। এখন আমাদের রাজভক্তি, ইংরাজরাজ্যের স্থায়ীত্বের প্রতি আন্তরিক প্রগাঢ় ইচ্ছা দেখাইবার সুযোগ ঘটেনা। আমরা একটু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে রাজ পুরুষেরা অমনি বলিয়া উঠেন যে আমরা ইংরাজ রাজ্যের বিদ্বেষী। সেই জন্যে সমূহ বিপদ স্বত্বেও আমরা ইচ্ছা করি যে রুশিয়গণ একবার এদেশাভিমুখে অগ্রসর হউক এবং আমরা ইংরাজ রাজ্যের প্রতি আমাদের আনুরক্তি দেখাইবার একটী সুযোগ পাই। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ ঘটনায় ইংরাজদিগকে বাহিরে লিপ্ত থাকিতে হইলে কিছুকালের নিমিত্ত এদেশেরশাসন কার্য্যের ভার কিছু কিছু এদেশীয়দের উপর ন্যস্ত হইবে। আমরা তখন দেখাইতে পারিব যে ভারত শাসন কার্য্যে আমরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ কি না এবং আমরা বিশ্বাসের পাত্র কি না।

দেশের অবস্থা।

ডিসেম্বর মাসের শেষে যে বৃষ্টি হয় তাহা দ্বারা দিনাজপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের রবিখন্দের বিশেষ উপকার হইয়াছে। সম্ভবতঃ এ বৃষ্টি অন্যান্য স্থানেও হইয়া থাকিবে এবং অন্যান্য স্থানও ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকিবে। সর্ব্বত্র ধান্য সংগৃহীত প্রায় হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্বে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ধান্য ভাল হয় নাই, তবে ভাগলপুরের স্থানে স্থানে যেরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ভাল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। চাউলের মূল্য কোথায় বৃদ্ধি হইয়াছে ও কোথায় কিছু কমিয়াছে। ময়মান সিংহে টাকায় ১৬ হইতে ১৪ সের, রঙ্গপুরে ১৯ সের হইতে সোওয়া এগারো সের, বর্দ্ধমানে পোনেপনর সের হইতে ১৪সের এবং কলিকাতায় সোওয়া তেরো সের হইতে ১২ সের হইয়াছে। পূর্ণিয়াতে টাকায় ১০ সের এবং রঙ্গপুরে স্থানে স্থানে ৮ সের বিক্রয় হইতেছে।

১লা নবেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এদেশ হইতে ৯২০৪৪৮২ মন চাউল অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে, এবং ভিন্ন দেশ হইতে এখানে ২৬৮৯৬৯ মন চাউল আমদানি হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এই দুই মাসে ৯৯৭৬৬ মন গোম, ৮৩৬৮৭ মন কলাই, ৫৪৮৬৪ মন ছোলা, এবং ১৩০০ মন অন্যান্য ভুষমাল রপ্তানি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে চাউল ক্রয় করিতেছেন এবং এই দুই স্থানে ১৫১৬০১ মন চাউল ক্রয় হইয়াছে। এই সমুদয় হিসাব দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

এদেশ হইতে এই দুই মাসে খাদ্য দ্রব্য যে পরিমাণে অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে তাহার প্রায় ছয় অংশ আমদানি হইয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রায় সমুদয় শস্য আমদানি হইতেছে। কলিকাতা হইতে গত দুই মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যোগে বেহার প্রদেশে ৮০৫১০০ মন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। অক্টোবর হইতে রেলওয়ে যোগে বাঙ্গালা হইতে ১৭০০০০০ মন শস্য বেহারে রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহী হইতে ১০৫০০০ মন কলাই এবং ৮৮০০ মন চাউল বেহার ও অন্যান্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় যত চাউল রপ্তানি হয় তাহার ১৫০০০০ মন পশ্চিমে প্রেরিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে এ পর্য্যন্ত ১৯৮০০০ মন চাউল আমদানি হইয়াছে এবং ১৪০০০০ মন চাউল সম্ভবতঃ আসিতেছে। যে যে জেলায় অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে সেখানে এ পর্য্যন্ত ২১৬৮৬১ মন চাউল প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পাটনার লোকের সাহায্যার্থে তথায় ১২০,০০০ মন, ভাগলপুর বিভাগে ১১০০০০ মন এবং রাজসাহী বিভাগে ৮৪০০০ মন চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ত্রিহুতের হাতুয়া ষ্টেট হইতে ১০০,০০০ এবং দরভাঙ্গা হইতে ১২০,০০০ মন শস্য উক্ত জেলার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান সকলে প্রেরিত হইয়াছে।

চাম্পারণে অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বগুড়াতেও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। হুগলি ও বর্দ্ধমানেও শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের আবশ্যক হইবে।

গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে লোকের অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত রাস্তা ঘাট আরম্ভ করিয়াছেন। সারণে প্রতি দিন ১০০০০ লোক, ত্রিহুতে ৪ হাজার, মুঙ্গেরে ৫ হাজার, ভাগলপুরে ৩ হাজার এবং রাজসাহী বিভাগে ৩ হাজার লোক কাজ করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট শস্য সম্বন্ধীয় যে বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন আমরা তাহা হইতে উপরিউক্ত বিষয় গুলি সংগ্রহ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকার শস্য সম্বন্ধীয় বিবরণে যেরূপ আশা ভরসা দেন এবার আর তাহা দেখা যায় না। আমরা দুর্ভিক্ষের যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম দিন দিন দেখা যাইতেছে যে তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবরণের দ্বারা একরূপ সাব্যস্ত হয় যে বেহার ও রাজসাহী বিভাগ ভিন্ন আর কোথায় অন্ন কষ্ট হইবে না। কিন্তু এবার তাহা বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট এবার আপনা হইতেই স্বীকার পাইতেছেন যে পূর্ব্বে লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যেরূপ আশা করিয়াছিলেন এখন দেখা যাইতেছে যে লোকের তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্ট হইবে। বিবরণ প্রকাশকের বিবেচনায় বর্দ্ধমান ও হুগলিতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আবশ্যক করিবে। সাঁওতাল পরগণায়ও শস্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। আবার কৃষ্ণনগরের মেহেরপুরে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ছোটনাগপুরের স্থানে স্থানে অন্ন কষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আগামী বিবরণে আমরা দেখিতে পাইব যে, মেদিনীপুর, পাবনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও অন্ন কষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা যখন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভীত হইয়া লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরকে পত্র লিখেন তখন তিনি উহা বিশ্বাস করেন না। সম্প্রতি তাঁহারা আবার এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে আর এক খানি পত্র লিখিয়াছেন এবং এবার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহারও এখন ভয় হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এবার উক্ত সভার পত্র অবিশ্বাস করেন নাই। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভার পত্র লর্ড নর্থব্রুকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দেখি তিনি এবার কি বলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে যত আশা করুন, যত দিন তাঁহাদের গণনা সমুদয় অনিশ্চিত ভিত্তির উপর নির্ভর করিবে তত দিন আমরা তাহাদের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইতে পারিব না। উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আশ্বাস দেন এবং তাহার পর কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ অনিশ্চিত ভিত্তির উপর গণনা করিয়া ওরূপ নিশ্চিত না হইতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেখানে প্রায় ২০ লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিত না। আবার সে দিন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও রাজপুতনায় ঐরূপ আকাশে আকাশে গণনা করিয়া কত প্রাণই নষ্ট হইল। মারোয়ারের দুর্ভিক্ষ যখন ক্ষান্ত হইল তখন গণনা দ্বারা দেখা গেল যে ৩ লক্ষ লোক নাই। ইহারা কোথায় গিয়াছে কিরূপে কোথায় কে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। ১৮৬৯ সালে এদেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে অন্যূন ১৫ লক্ষ লোক অনশনে বিনষ্ট হয়। উপরের প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যখন যে অনুসন্ধান হইয়াছে তখনই গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই যে দুর্ভিক্ষ এরূপ ভয়ানক হইয় উঠিবে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে যতরূপ সর্ব্বনাশ আছে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের ন্যায় আর সর্ব্বনাশ নাই, অথচ যদি দিব্য চক্ষু দ্বারা ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও অবগত হওয়া যায় তথাচ দুর্ভিক্ষ কোন্ দিক হইতে আগমন এবং কোন্ দিকে অন্তর্ধান করে তাহা কাহারও স্থির করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। এরূপ অবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত সতর্ক হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এবার যেরূপ উদ্যোগ ও যত্ন করিতেছেন ইতি পূর্ব্বে এরূপ আর কখনও সেরূপ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব প্রকৃত ভাবনায় ভাবনায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তথাচ আমরা গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্যের মূল বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে রপ্তানি দ্বারা যে সামান্য পরিমাণে চাউল এখান হইতে যাইবে তাহা দ্বারা দেশের অতি অল্প পরিমাণে সাহায্য হইবে কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না যে উহা যত অল্প হউক, যখন অন্ন কষ্টের আশঙ্কা করা যাইতেছে তখন তাহাই বা আমরা কি সাহসে অন্যত্র পাঠাইয়া দেই। গবর্ণমেণ্ট আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রপ্তানি বন্দ হইলে অনেক মহাজনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের তাহা পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যত ক্ষতিগ্রস্তই হউন, যদি একটী প্রাণী অন্ন কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সে ক্ষতির তুল্য আর ক্ষতি কিছুই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের অখাদ্য বিস্বাদ চাউল বহু ব্যয় করিয়া অন্য স্থান হইতে আনিতেছেন এবং আমাদের দেশের ভাল চাউল অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট হুগলি, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে দরিদ্র প্রজাদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন, অথচ এ সমুদয় স্থানে পথ-কর আদায় এ বৎসর স্থগিত করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে তাহারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে ক্ষান্ত হউন এবং রঙ্গপুরের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা একরূপ প্রজাদিগকে কর দিতে বারণ করিতেছেন অথচ গবর্ণমেণ্ট লাটের কঠোর নিয়মের এক বিন্দু শিথিল করিবেন না।

———oo———

শিয়ালদহের পাপর হাঁসপাতাল সম্বন্ধীয় পত্রখানি আমরা এখানে গ্রহণ করিলামঃ—

পপার হাঁসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রোগীর সংখ্যা এত অধিক যে, যে কয়েক জন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অতীব কষ্টেও সমুদয় রোগী সুচারুরূপে দেখিয়া উঠিতে পারেন না। বিশেষতঃ হাঁসপাতালের ঘর গুলি এত সংকীর্ণ এবং অস্পায়তন যে সেখানে আরগ্যে লাভ করা দূরে থাকুক, দুই দিন থাকিলেই রোগ বৃদ্ধি হয়। দেয়াল কিম্বা অন্য কোন উপায়ে হাঁসপাতালটী বিভাগ করা নাই। সুতরাং উহার মধ্যে সর্ব্বদা এরূপ গোলমাল হইতে থাকে যে রোগীগণের কষ্টের এবং অসুবিধার আর পরিসীমা থাকে না। কতক জনকে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিতে হয়। একে ত তাহাদিগের যন্ত্রণা তাহার উপর এই রূপ বিরক্তি সহ্য করিতে হইলে কতদূর ক্লেশকর ব্যাপার অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। প্রত্যেক রোগীদ্বয়ের মধ্যকার স্থান অতি সংকীর্ণ সুতরাং একত্রে ৩৫০ কি ৪০০ রোগী এক ঘরে এত নিকট থাকিলে যে সর্ব্বদা হট্ট গোল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বাগ্রে হাঁসপাতালটী উত্তম রূপে বিভক্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করাই উচিত ছিল। যদি রোগীরাই কষ্ট পাইল তবে এত টানাটানি ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি, এদিকে দেখিতে পাইবেন, উডফোর্ড সাহেবের একটা বাড়ী থাকাতেও তাঁহাকে আর একটা বড় বাড়ী দেওয়া হইয়াছে। তাহার চুনকাম শীঘ্র২ করা হইতেছে কিন্তু হাঁসপাতালের দিকে ভ্রম ক্রমেও দৃষ্টিপাত নাই।

২য়তঃ। রোগীদিগের চকিৎসা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন বিশেষ নিয়ম হয় নাই। সংপ্রতি জগবন্ধু বাবু এবং খাঁ সাহেব ২০ জন করিয়া রোগী দেখিবেন এবং মীর সাহেব সমুদয় স্ত্রীদিগের চিকিৎসা করিবেন বলিয়া কথা হইতেছে। এই রূপ হইলে বক্রী রোগীদিগের যে কতদূর দুরদৃষ্ট তাহা বলা অসাধ্য। কারণ অন্যত্র থাকিলে যদি তাহারা দুই দিন বেশী বাঁচিত ওখানে গেলে আর তাহাও হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি যেরূপ কার্য্য চলিতেছে তাহাতেও রোগীদিগের সুচারু চিকিৎসা হইতেছে না। আর কয়েক জন সহকারী ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে তাহাদিগের চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

৩য়তঃ। ছাত্রদিগের লেকচার শুনিবার জন্য যে দুইটী গেলারি তাহাও নিতান্ত অসুবিধা জনক। গেলারি দুটীর দৈর্ঘ্য অধিক হওয়াতে এবং গ্রন্থ পরিমাণানুসারে অত্যন্ত কম হওয়াতে পার্শ্বস্থ ছাত্রেরা শিক্ষকের কথা উত্তম রূপ শুনিতে পায় না। ইহা একটী প্রধান অসুবিধা বলিতে হইবে।

THE AMRITA BAZAR PA.. IKA

CALCUTTA—THURSDAY, the 8t .. ..n. 1874.

We are sorry to learn that Babu Setal Chunder Mookerjee, Moonsiff of Pubna, has been suspended by Mr. Monro for writing out a judgment two or three days after having passed order upon a case.

WE have always given credit to Sir George Campbell for his candour and sincerity, and here is an instance which ought to raise His Honor greatly in the estimation of the people. Our readers will remember that the Lieutenant Governor was somewhat displeased with the tone of the letter from the British Indian Association regarding the food crops of Bengal, and he expressed his displeasure in rather too plain terms. The same body again addressed a letter to the Bengal Government and stated therein the grounds upon which their estimate of the food grains in the country was based. We noticed the letter last week and expressed a hope that Government will appreciate the ability and sound reasoning which characterised the statements of the Association. It is really gratifying to observe that the Lieutenant Governor forgetting the past has very heartily thanked the Committee for their labours and cares in connection with the subject of the apprehended famine, and attaches much value to the views held by them. The Lieutenant-Governor has forwarded the letter to the Government of India and he believes that like himself His Excellency the Viceroy in Council will much appreciate the labour and judgment of the Committee.

WE are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrica* that Babu Bunkim Chuder Chatterjee, the Dy. Magt, while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadubee* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The *Patrica* says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore. Bubu Bunkim Chunder holds a prominent place in our society and this unfortunate occurrence cannot fail to intensify the bitter race-antagonism which already exists between the rulers and the ruled. An insult to persons like Babu Bunkim Chunder means an insult to the whole nation, and we shall await with intense anxiety the result of the suit which is pending before Mr. Winter the Joint Magt. of Berhampore.

THE Madras Government lately instituted an enquiry regarding the decline of weaving industry among the people of Madras and learnt that "native cloths have to a considerable extent been displaced by European piece-goods. Will Sir George Campbell make a similar investigation in connection with his other statistical enquires as to the extent of injury done to the weaving industry in this country? We are afraid that three-fourths or upwards of the weavers in Bengal have forgotten the art of weaving, and our best weavers have turned pedlars of foreign piece-goods. Not only this. The foreign import of cotton twist and piece-goods has also totally superseded the local manufacture of cotton thread or twist. At one time spinning by the simple process of *churka* not only supplied the wants of all India, but of other countries also. In villages, towns and cities there was scarcely a hut or house, but the *churka* was seen unceasingly working with an activity not now visible in any other employment. But what is the fate of our spinners now? An enquiry into the matter would no doubt bring out startling facts. The spinning of cotton thread was the living of many widows of repectable families and poor peasant women, but the importation of cotton twist has deprived them of the means of their livelihood. From the following table it will appear at once how the importation of this article is increasing year by year:—

Year	Rupees.
1850-1	28,819,720
„ 54	43,447,760
„ 56	40,921,470
„ 89	54,097,676
„ 70	86,878,160

It will appear from the above table that the value of the imports of twist and piece-goods has quadrupled within the last twenty years. As a necessary consequence of this state of things the exportation of raw materials is increasing every year. In 1850-51 its value was in Rupees 20,567,170 and in 1870 it amounted to Rs 151,438,020. The collector of Tanjore thus accounts for the decline of the weaving trade. He says "The principal cause is the supercession by machinary of hand labor and the inability of the latter to compete with former. Another cause, he says, is the attraction which agriculture with the advantag of irrigation affords. This is not a fact, at least not in Bengal. The third cause is the municipal act which has the effect of driving the traders from towns. Sir George would do well to ponder on this fact.

THE POLITICAL DOCTRINAIARES—Both the Bengal and the India Governments seem to be labouring under an impression that there may not be, after all, a famine properly so called in the land, at least their present apathetic attitude would lead one to suppose so. A few weeks back when the alarm was given that a calamity was likely to befall the country, the Lieutenant Governor was all busy and active in adopting measures to prevent the evil, resolution after resolution was published and re-published in the *Calcutta Gazette*, the divisional Commissioners and the district officers were kept fully alive to a sense of their duties, in short, an impression was left on the minds of the people that His Honor would leave no stone unturned till he has fully prepared himself for the impending calamity. But, unfortunately since the arrival of Lord Northbrook in Calcutta, both His Lordship and the Lieutenant-Governor are unaccountably silent on the all-absorbing topic of the day. From all sides the communications we receive are indicative of suffering already felt, and apprehensions for the future which, we trust, may not be realized. The most common complaint, however, is that the export of rice is still going on and that the homage paid to an abstraction of political economy outweighs the necessities of a nation. In the present condition of the country, this is indeed deplorable. The doctrine of free trade is no doubt very good in its way and at proper times. But while the lovers of free trade believe it to apply universally, we can conceive that there are times and conditions that should be deemed exceptional. Free trade in a free country may be a great boon, but it is not true always that what is good in a free country is equally so in a conquered land. The doctrine of free trade rests largely upon the free exchange of superfluous commodities between nations and individuals—a system that commonly exists by the supposition that there are surpluses in the products of nations which may be exchanged with mutual advantage. But when the conditions of nations so far change that there is no surplus to exchange, when in fact the necessaries of life are required to prevent the nation from perishing, the exception exists which should have a prior claim over the abstractions of political economy. Such, we believe, to be the condition of India now, and it is to be quite regretted, we think, that Lord Northbrook has not, in this matter, concurred with the Lieutenant Governor of Bengal. Food on the spot is a more potential entity than the food that may (or may not) be available from elsewhere. And it does seem a mockery of the crying wants of the people to see their supplies of grain to be taken away from before their face on the vague supposition that there is plenty left, or that, if not, some may be purchased elsewhere. *Doctrinaire* economists, always inclined to look with distrust on breaches of general rules even in great emergencies, will indeed tell us that excessive exportation is an evil that checks itself by the natural operation of the laws of demand and supply; and that in the particular case in point an absolute prohibition will necessarily derange trade, give occasion to claims to compensation which it would be difficult to adjust and which might not add materially to the stock of rice available to meet the apprehended scarcity. But when we take into consideration the peculiar circumstances of the country with respect to its food supply and the almost undisputed fact that our grain-stocks may be absolutely insufficient to support life in the people, all the arguments of the *doctrinaires* vanish before the simple and stubborn fact that every hundred maunds taken out of the country may not improbably represent the actual means of life for a certain number of persons who will starve by its loss. At a time when the lives of thousands may be at stake, these arguments of political economy, based on general principles, are hardly of any value and can be very well dispensed with. Lord Northbrook does not appear to have realized the consequences of a possible mistake. He has been advised by others with more experience than himself; but he neglects the advice of others who are more experienced, and probably more realiable. The optimists of to-day were the optimists of 1866. Their advices and opinions must be received with the greatest caution, if at all. To their adopted "principles" they sacrificed nearly a million people in one province alone, and they preach the same doctrines now, in the presence of an impending calamity of far greater magnitude. They advise Lord Northbrook that the Lieutenant Governor takes too gloomy a view of the state of the country, and is too anxious, at great cost, to lean on the safe side. He might ask for a credit of a million if need be; but the optimists would be alarmed at this. What, they say, if it should be found that there are already sufficient supplies in the country? But look at the other side. What, if for want of a million sterling to buy food, or in homage to the "doctrines of free trade," or "political economy," two or three millions of people perish of famine, and some millions just reduced to the borders of starvation but survive, what then? The million sterling would barely have sufficed for Orrissa. At what rate do these optimist advisers of Government appraise the subjects of Her Majesty? They seem to grudge expenditure on a fellow-being that only represents the price of a sheep. Would India or would England have grudged a million, or Rs. 10 per head to have saved Orrissa? Even now England is ready to supply *money* to feed the people of Bengal. But they cannot be fed with imported gold. Sending money, even with the best intention, will only aggravate the suffering of the helpless poor. Relief should come in food, and if England would send ship-loads of grain at once, it would be an effective means of meeting the impending calamity, we say, impending rather than present, for the great pinch has yet to come. There is a strong opinion amongst the advisers of the Viceroy that large stocks of grain exist in the country, but there is very little room for doubt that this is a fallacious idea. To rely upon the imaginary food reserves will be most perilous. It will be an enlarged edition of the Orrissa blunder. The theory then was that the law of supply and demand would best feed the people; whereas they had no means of purchasing. In the same way, it is expected that the "immense stores of grain" will be opened when the prices rise high enough. It seems to be forgotten that by that time thousands will have perished, because they have not the means wherwith it buy. There may be errors on both sides, but we appprehend that an error on the side of safety would be the more readily forgiven and leave the least to be deplored, and on that ground we conceive that the further exportation of rice might with propriety be prohibited.

THE EPIDEMIC FEVER—While the minds of the people are filled with alarm by the probable occurence of a famine, the epidemic fever is silently but surely going on with its work of devastation and adding villages after villages to its number of victims. The fell disease is in fact the greatest scourge of our country. It depopulated Gour and converted it into an abode of wild animals, probably it ruined the cities in the Sunderbuns, it has destroyed some of the fairest districts of Bengal and is now fearfully ravaging such districts as Burdwan, Hoogley, Howra and Midnapore. On the north the usually healthy district of Pubna has been visited

by it, and we have received several letters loudly bewailing the fate with which many villages in that district are threatened with. And our Government looks on this affair with supreme indifference! The Orrissa famine caused destruction of a mllion souls and this created quite an indignation in England and brought an indellible odium on the Government of Sir John Lawrence and that of his Lieutenant, but ten millions and upwards of human lives have been sacrificed to the altar of the epidemic fever and not a voice is heard either in England or India to condemn the conduct of the rulers under whom the disease has been more and more extending its empire. For aught we know hundreds of people are daily dying in the epidemic district, does our Government ever take the trouble to enquire into their condition? Four years ago a thickly peopled village in Jessore named Gurrippore was attacked with this fever. The people were daily dying by scores when a paragraph in this paper brought the fact to the notice of the Divisional Commissioner, who in due course of time wrote to the Magistrate to investigate into the matter. The Magistrate left the business in the hands of the District Superintendent who as a matter of course made over the charge of investigation to the Inspector of Police. The Inspector sent order to the head constable of an out-post to make the necessary enquiry and that personage, the lord of the place, deputed a constable to report the matter. The constable found a choukidar in the way and shifted the charge upon his shoulders, who poor fellow having no body whom he could command was at last obliged to proceed to the spot and report things as he saw them. In the meantime weeks passed away and when the matter was officially brought before the Commissioner the village was well nigh ruined. The Commissioner then asked the Civil Surgeon to look to the matter and the Civil Surgeon did his duty by sending a compounder to the afflicted place and there the matter ended. And this village is only a few miles from the Sudder Station! This is but one out of hundred instances which show clearly how cruelly indifferent are our rulers even when the lives of the people are being sacrificed. An epidemic fever has broken out in several villages of Pubna. Is Government aware of this fact? The Govrnment is busy in collecting several kinds of statistics but has it ever attempted to ascertain the actual number of persons who have fallen victims to this scourge of our country? If an inquest could be held on the bones which whiten the land is it possible for our Government to pass through the ordeal with an easy conscience? It is really astonishing that our rulers as Christians and civilized men could calmly see a terrible scene which will ever sit as a stigma on the British rule. Wholesale deaths by starvation and for want of medicine would form a graver ground of impeachment against a Government in this century than the worst of the charges against Warren Hastings in the last.

It is said that every effect has a cause and this pestilence has a cause. Several theories have been advanced to trace out its origin but none has met with so universal approbation as the drainage theory of Babu Degumbar Mittra. It was in 1864 that Babu Degambar Mittra as a Member of the Epidemic Commission, differing from his colleagues, three doctors and one civilian, gave it as his decided opinion that the fever was entirely due to the humidity of the sub-soil of the villages, where the same may have broken out caused by the obstruction offered to the surface drainage therof by roads or railroads or by the closure of khals. He published a series of articles on the subject in the *Hindu Patriot* clearly enunciating the drainage theory and whoever has read those articles will not have the hardihood to deny that the obstruction of the natural water channel is the chief root of all mischief. The Babu showed several instances—live instances which could be verified at any moment and unmistakingly proved that wherever an epidemic fever has broken out it was immediately preceded by such drainage obstructions. Nothing can be plainer: the facts are before you, either deny the facts or admit the conclusion. We were led to make some investigations on the subject. We personally visited some villages which have been nearly depopulated by the epidemic fever and were really struck with the truth for which the Babu has been fighting for the last ten years. It is gratifying to observe, however, that almost all the members of the press have noticed the Babu's theory in most flattering terms but the Government still do not seem to consider it worthy of consideration. The Government as expected, has, on the on the other hand, given preference to another theory which has emanated from the brain of Col. Haig and which has been universally condmened as axtremely puerile. According to Col. Haig, the fever is due to poverty and over-population. The value or wisdom of such a theory we need not stop here to discuss. Suffice it to say that those who have a grain of sense in their brain will not, we think, consider it worth while to give it any attention. We can name dozens of thinly peopled and well-to-do villages which have suffered severely from the scourge, while on the other hand, poor and thickly peopled villages are as healthy as ever. But the chief delight of our wrong-headed Lieutenant-Governor consists in trampling down public opinion. He has thus acted quite consistenly by accepting the theory which has been universally condemned and by rejecting what is believed by all to be the true one. Thus while through his recommendation the India Government has sanctioned three lakhs of rupees to institute enquiries regarding the theory of Col. Haig, the theory of Babu Degumber has not even so much as arrested the attention of government. As a practical test the Babu exhorted the Government to remove obstructions to the drainage of Mahesh and Rishra, the cost whereof would not exceed Rs. 200 at the most; but we want words to express our surprise at the manner in which Government shut its ears to this most humane and practical request. Spending two hundred rupees would have for aught we know saved several hundreds of people from death and discovered a grand truth, but what is the value of native life to our Christian rulers? If His Honor wish to leave behind him a name to be blessed by the people, let him only give a fair trial to the drainage theory. A striking illustration of it has presented itself almost under the very nose of our authorities. The epidemic fever is raging very violently at Shibpore just opposite the Fort on the other side of the Ganges and making a dreadful havoc among the people. Why not Government enqire into the matter? It is said that there was a big drain known as the Chouduri's Gar which served as the drainage of the village carrying the monsoon rainfall of the village into the river Hoogley. This channel was filled up under the orders of the Municipality between April and June last, and the stoppage of the drain was immediately followed by a virulent type of epidemic fever. This is a plain fact and the Lieutenant Governor might satisfy himself on the point by just crossing the river. We repeat, His Honor will confer on the people the greatest earthly blessing if he co-operate with Babu Degumber Mittra and give a fair trial to his theory.

The Working of the Criminal Procedure Code—The apprehended famine had one redeeming feature. It engrossed the entire attention and energy of our all active Lieutenant Governor and people hoped that in his anxiety to cope with the impending difficulty he would perhaps forget those favorite hobbies which carried him along in his mad career and rendered him the most unpopular of all Governors. But alas for human hope! Sir George seems to be incapable of forgetting his old companions. He has been compelled to part with his pet municipalities bill but he now seems to lavish all his affection on his Native Civil Service, Jail Reformation and the Criminal Procedure Code. We have already reviewed his resolutions on the first two subjects, it is the last on which we shall say a few words. It appears that the rumour regarding the amendment of the New Criminal Procedure Code sent something like alarm in the hearts of our Lieutenant Governor and His Honor lost no time in calling for a report on the working of the system of summary trial. The result was a vast correspondence on the subject between His Honor and the Divisional Commissioners and a Resolution on their reports which is published for general information in yesterday's *Calcutta Gazette*. The Lieutenant Governor has attempted to prove that the Criminal Procedure Code has been received by the people without murmur. The Burdwan Commissioner says: "In this division the summary procedure was used very cautiouley. As far as the experiment had gone up to the end of June, the results were satisfactory. ** Convictions considerably preponderate." The Presidency Commissioner remarks. "The working is well reported of, and the absence of complaint or censure from the Judge in appealable cases (with one exception) is noted." The Rajshye Commissioner: "The general result was satisfactory everywhere. Conviction predominated largely over acquittals, but complaints of miscarriage of justice were entirely absent." The Dacca Commissioner: "The Deputy Magistrate at Manickgunge tried 323 cases. In the other districts all officers worked the system much more cautiously. There is no complaint anywhere." The Patna Commissioner: "The report on the system is interesting and encouraging." The Bhagulpure Commissioner: "Cases summarily tried by individual officers in the districts of this division have been scrutinized with satisfactory results. The Orrissa Commissioner: "The system ought to be further tried." The Lieutenant Governor thus brings forward a huge mass of testimony in support of the Criminal Procedure Code. But His Honor forgets one thing. The Magistrates and Commissioners have no doubt spoken in favor of the Code, but are they not the most interested party? To prove that the Code is popular, His Honor must seek the opinions of the people and not the officials. They have not complained against the Code, how is it possible for the Magistrates and the Commissioners to speak so confidently? Do they mix with the people? Do they know the wants and wishes of the people? The Muffussil Huzoors would not condescend to speak even with a respectable man. It is the Amlas through whom their information is gathered and it is the interest of the Amlas to please their masters. The intrinsic worth of the testimony so carefully collected by His Honor is therefore not much. What man does not love power? What man does not wish to see his fellow creatures lying completely at his mercy? And the Sections 222 and 225 of the Criminal P. Code are calculated to vest such a power in the Magistrates. Sir George Campbell must be very simple to suppose that these Magistrates and Commissioners would speak anything against the Code. The testimony of these men might appear very inportant to our Lieutenant Governor but it wont do to convince others. The educated section of the community have too distinctly expressed their indignation against the Code, the Anglo-Indian editors have also joined their native brethren in condemning it, but it is well known Sir George had not much faith in either of them. It is hinted that the ignorant natives are quite silent on the matter, but this does not prove that they are in favor of the Code. The Commissioners almost unanimously state that the power has been sparingly used. This is perhaps one of the reasons why the system has worked well. That all alarm has ceased is not true. There might not be any expression of alarm because the people have cried long and loud and they cannot do so ever. But the discontent still remains as strong as ever. If this testimony is meant to dissuade Lord Northbrook from entering into the contemplated amendment, we hope his Lordship will not be misled by it. The testimony is of an interested party, the testimony is of a party who have never mixed with the people and the testimony itself proves simply that certain Magistrates and Commissioners *think* that the Code is not unpopular. Such a testimony we doubt not will be regarded simply ridiculous by His Excellency. But we have yet to notice the most alarming part of the present Resolution. The Lieutenant Governor threatened us in one of his recent resolutions on the reports of the Divisional Comissioners that the summary power would be in future more freely used and he reiterates the threat in this. The threatened calamity seems to have offered him a fine opportunity to further his end. He concludes his resolution with these words: "the press of work and necessity for speedy procedure which may result from the impending scarcity make it desirable to extend as much as possible the power of summary and prompt trial. The Lieutenant Governor will threfore be glad to receive and consider applications from Commissioners, to confer summary powers on those Magistrates who are deemed thoroughly competent to exercise them." In other words His Honor is determined to throw broad-cast the grave and responsible power which the new Code provides. Why not go a step further and invest Magistrates with powers superseding every law and custom in the land? This will be a still speedier procedure. The Lieutenant Governor sometime ago held forth some such hope to the Presidency Commissioner and here is an opportunity to gratify his faithful sub rdninate which we hope His Honor will not easily let slip. Misfortune never comes single and the adage seems to terribly apply on the unfortunate people of Bengal. The fearful calamity in the shape of a famine threatens us at no distant date, while those that survive the effects of the famine will either smart under the whips of the Magistrates or rot in the Jail with all the horors of His Hon shrt-term prisoners staring them in the face

---

ADVERTISEMENT.

NATIONAL THEATRE.

Saturday, the 10th Jan. 1874.

A new interesting drama

আমিতো উন্মাদিনী।

And the humourous Farce

কিঞ্চিৎ জলযোগ।

To conclude with

A heart rending scene of

THE MOHANTO IN A PENITENT STATE

And the most successful scene of

ভারতমাতা।

সমালোচনা।

নিদান। শ্রীউদয়চাঁদ দত্ত সিবিল মেডিকাল আফিসর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রকার শাস্ত্রের উন্নতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন এমন আশা করি না যে আমাদের শাস্ত্র সকল পুনরায় স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। ইউরোপীয় শাস্ত্রোন্নতির ফল আমরা এখন ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত হইতেছি, সুতরাং স্বাধীন ভাবে হিন্দু শাস্ত্র সকলের উন্নতি করিতে আমাদের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হইলেও আমরা পারিয়া উঠিনা। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার বহু পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যেরা যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সে সকল তত্ত্বে আমরা এখন ফল ভোগী হইতে পারি। অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে এটী নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। য়্যালোপেথী ও হোমিওপেথী উভয় মতাবলম্বী চিকিৎসকই আয়ুর্ব্বেদ হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাবু উদয়চাঁদ দত্ত মাধবকর প্রণীত নিদান বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া একটী মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। উদয় বাবু এক জন কৃতবিদ্য চিকিৎসক। সুতরাং অতি উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাই নিদানের অনুবাদ হইয়াছে। ইউরোপীয় মতাবলম্বী দেশীয় চিকিৎসকেরা যে নিদান হইতে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষিণি সভা সকলের হিন্দু শাস্ত্র সমূহের পুনঃ প্রচার করা একটী সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা ভরসা করি আমাদের কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা এবং ধর্ম্ম সভা সকল উদয় বাবুকে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় চরিতাষ্টক। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। এক জন বাঙ্গালী গ্রন্থকার যদি নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটু অনুসন্ধান করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন, তবে সে পুস্তক খানি আমাদের বড় আদরের জিনিষ হয়। গুণ সম্বন্ধে শত অনুবাদিত পুস্তক ইহার তুল্য নহে। কালীময় বাবুর প্রথম চরিতাষ্টক আমরা আদর করিয়াছিলাম। এখানিও আদর করিতেছি। ভরসা করি সকলেই আদর করিবেন। তিনি পরিশ্রম পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দেশীয় ষোল জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোন ইংরাজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন নাই। জীবন চরিত পাঠে বিদ্যার্থীদিগের যদি উপকার হয় তবে বাঙ্গালী ছাত্র ডুবালের জীবন চরিত অপেক্ষা রাম দুলাল সরকারের জীবন চরিত পাঠে বেশী উপকার পাইবে। কালীময় বাবু দ্বিতীয় চরিতাষ্টকে রামদুলাল সরকার, শম্ভু নাথ পণ্ডিত প্রভৃতি যে আট জনের জীবনী দিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই "স্বনামে পুরুষ ধন্য" শ্রেণীর লোক। ইহারা পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই প্রাপ্ত হন না, আপনাদের অধ্যবসায় গুণে দেশের মধ্যে ধনে মানে প্রসিদ্ধ২ লোক হইয়া উঠেন। এই রূপ লোকের জীবন চরিত পাঠ ছাত্র দিগের পক্ষে যে বিশেষ উপকারজনক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তীর্থমহিমা—শ্রীনিমাইচাদ শীল প্রণীত। নিমাই শীলের ন্যায় এক জন সুশিক্ষিত গ্রন্থকারকে সাধারণ জন স্রোতে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তাঁহার প্রণীত "ধ্রুব চরিত্র" নাটক পাঠে আমরা ক্রন্দন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার তীর্থমহিমার আদ্যন্ত আমরা পড়িতে পারিলাম না। তাহা এ জন্য নহে যে তাঁহার পুস্তকে নাটকোচিত রচনার কোন বিশেষ দোষ আছে। তাহার ন্যায় এক জন সুলেখক অনুপযুক্ত স্থানে ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিরক্ত হইয়াছি। "মহান্তের এই কি কাজ?" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতৃগণের ন্যায় লেখকেরা মহান্ত-নবীন হুজুকে মিশিলে বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু এসে যায় না। দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের সহস্র২ পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আর দুই এক মাসের পর পাঠক সমাজে তাঁহাদের পুস্তকের কি নামের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। নিমাই বাবু সে শ্রেণির লেখক নহেন। তাঁহাকে হুজুকে মিশিতে দেখিলে আমরা প্রকৃতই নিতান্ত দুঃখিত হই। তার তীর্থমহিমা যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে মহান্ত সম্বন্ধে যে কয় খান পুস্তক বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এখানি উৎকৃষ্ট।

আমিতো উন্মাদিনী। শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরি প্রণীত। এ পুস্তক খানি এক খানি ক্ষুদ্র নাটক। এখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক না হউক, কিন্তু ইহা পাঠ করিতে২ আমরা বিরক্ত হই নাই, প্রত্যুত অনেক সময় আনন্দ লাভ করিয়াছি। আগামী শনিবারে উহা ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হইবে।

ইউরোপে তিনবৎসর। আমাদের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী সিবিলিয়ান পরীক্ষার্থে দেশে ইংলণ্ডে প্রবাস সময়ে তথা হইতে তাঁহার স্বদেশস্থ ভ্রাতাকে মধ্যে২ পত্র লিখিতেন। সেই সব পত্রে ইংলণ্ডের রীতি নীতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিত। এক বৎসরের অধিক হইল সেই পত্র গুলি একত্রিত করিয়া 'খ্রি ইয়ারস ইন্ ইউরোপ' নামে এক খানি পুস্তক প্রচারিত হয়। 'ইউরোপে তিনবৎসর' সেই পুস্তকের বাঙ্গলা অনুবাদ। এক জন স্বদেশানুরাগী কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর মুখে ইংলণ্ডের বিবরণ শুনিতে আমাদের কৌতূহল হয়। যাহারা মূল ইংরাজি গ্রন্থ না পাড়িতে পারেন তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া আমোদিত হইবেন।

নবরসাঙ্ক, শ্রীরসিক চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। এ পুস্তকে করুণাদি নয়টী রস পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গদ্যে এ পুস্তক খানি লিখিলে ভাল করিতেন, কেননা তাহা হইলে উহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটী অধ্যায় হইয়া সকলেরই পাঠোপযোগী হইত।

নীতিরত্নমালা—শ্রীফকিরচাঁদ বসু প্রণীত। ফকির বাবুর ন্যায় একজন বহুদর্শী কৃতবিদ্য লোক বালকদিগের নীতি শিক্ষার্থ এক খানি পুস্তক লিখিলে তাহা উৎকৃষ্ট হইবারই কথা, তবে "নীতিরত্ন মালা' নিতান্ত শিশুদিগের পাঠোপযোগী না হইতে পারে।

সংবাদ।

—এবার প্রবেশিকার যত ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন তন্মধ্যে ৫৬ জন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ জন ঘোষ, ৪৪জন বসু, ৪৩ জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬ জন রায়, ২৭ জন দাস, ২৪ জন মিত্র, ২৩ জন সেন, ২৩ জন ভট্টাচার্য্য, ২০ জন দত্ত, ২০ জন চক্রবর্ত্তী, ২০ চট্টোপাধ্যায়, ১৮ জন সিংহ, ১৫ জন দে, ৯ জন গঙ্গোপাধ্যায় ১১ জন গুপ্ত, ৮ জন চৌধুরি, ৮ জন সরকার, ১০ জন পাল, ১ জন আচার্য্য, ১ জন আঢ্য, ২ জন অগস্তি,, ৩ জন বাগচি, ৪০জন বসাক ষ্টব্যাল, ২ জন ভাদুড়ী ৬ জন বিশ্বাস, ২ জন চন্দ্র, ২ জন গরগরি, ৬ জন ঘোষাল, ২ জন হালদার, ১ জন লাহা, ২ জন মৈত্র, ৬ জন মজুমদার, ২ জন মল্লিক, ১ জন মুন্সি, ২ জন নাগ, ৪ জন পালিত, ১ জন পাট্টাদার, ৬ন সান্ন্যাল, ২ জন শুক্ল, ২ জন সুর, ১ জন ব্রহ্ম, ৩ জন ধর, ৫ জন গোস্বামী, ২ জন হাজরা, ৩ জন কর, ১ জন কুণ্ডু, ৫ জন লাহিড়ী, ১ জন মহান্ত, ১ জন মহাপাত্র, ২ জন মৈত্রি ৩ জন মণ্ডল, ১ জন মরিক, ৩ জন মিশ্র, ১ জন পাকড়াশী, ২ জন সাহা, ২ জন সহায়, ৪জন শীল, ১ জন শিকদার, ২ জন নেউগী, ১ জন ম, সে১ জন বক্সি, ১ জন ভাদুড়ী, ১ জন ভৌমিক, ১ জন দেব ১ জন রায় চৌধুরি, ১ জন সিংহি। এবং ১৪১ জন হিন্দুস্থানি, ৫৮ জন সরকার, এবং ৩৪ জন মুসলমান।

—আসামে গবর্ণমেণ্টের খাসে বিস্তর পতিত জমি আছে। পূর্ব্বে এই সকল জমি বিক্রয় হইত। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। আসামের একজন চা-কর প্রস্তাব করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি পতিত জমি সকল পুনরায় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের অনেক উপকার হয়। তিনি বলেন চা-কর কি অন্য ব্যক্তিরা পতিতভূমি সকল ক্রয় করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করিলে বাঙ্গলা হইতে অনেক কুলী মজুর স্বতঃই আসামে গিয়া উপস্থিত হয়।

—মেসভিল সাহেব যিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেখ আবদুল রহমান নাম গ্রহণ করেন, তাঁহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দিল্লির কমিশনার তদন্ত করিয়া পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে রিপোর্ট তাঁহার অনুকূলে হয় নাই।

—লেঃ গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে মফঃস্বল ছোট আদালত সমূহে মোকদ্দমার সংখ্যা বুঝিয়া হেড ক্লার্কদিগের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। যশোর, নড়াইল, মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতে বেশী মোকদ্দমা হয়, অতএব তত্তৎস্থানের হেড ক্লার্কদের বেতন যাহা ছিল তাহাই রহিল। শিয়ালদহা ছোট আদালতের হেড ক্লার্কের বেতন দুই শত টাকা হইল এবং অন্যান্য স্থানে মোকদ্দমার সংখ্যানুসারে৭৫ টাকা হইতে এক শত টাকা। সকল ছোট আদালতের হেড ক্লার্কের অধীনে ২ জন মাত্র ক্লার্ক থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কর্ত্তের ফলভোগী গরিব বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই হয় না। হাইকোর্টের জজেরা এই আদেশের প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

—ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় যত জন উত্তীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে ১৮ জন মুখোপাধ্যায়, ১৯ জন ঘাগ, ১৬ জন বসু, ১৫ জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ জন চট্টোপাধ্যায় ১৪ জন দত্ত, ১০ জন সেন, ৯ জন রায়, ৮ জন ভট্টাচার্য্য, ৮ জন দাস, ৮ জন মিত্র, ৬ জন চৌধুরি, ৬ জন চক্রবর্ত্তী, ৪ জন পাল ৪ জন পালিত, ৩ জন দে, ৩ জন সান্ন্যাল, ১ জন অধিকারী, ১ জন আঢ্য, ১ জন বাগচি, ১ জন চন্দ্র, ১ জন ধর, ৬ জন গঙ্গোপাধ্যায়, ১ জন গোস্বামী, ৫ জন গুপ্ত, ২ জন হালদার, ১ জন কর, ১ জন কবিরাজ ১ জন লাহিড়ী, ১ জন মৈত্র, ২ জন মিশ্র, ২ জন নন্দি, ১ জন রজক, ২ জন সুরকার, ১ জন সেট, ২ জন শীল, ১ জন সিং, ২ জন সিংহ, ২ জন তরফদার, ১ জন বসাথ, ১ জন বড়ুয়া, ১ জন ভাদুড়ী, ১ জন বিকাস, ১ জন হাজরা, ১ জন জগী, ১ জন কর্ম্মকার, ১ জন মৈত্রি, ২ জন নাগ, ১ জন পাইন, ১ জন রাহা, ১ জন রায় চৌধুরি, ১ জন সাহা ১ জন সহায়, ১ জন শুক্ল, ১ জন মজুমদার, ১ জন ভৌমিক ১ জন রূদ্র, ১ জন সরকার, ১ জন বড়াল এবং ৫৩জন হিন্দুস্থানি, ১৩ জন সাহেব, এবং ১৬ জন মুসলমান।

কিছুদিন হইল ২৪ পরগণার কালীগঞ্জ হইতে আমাদের একজন পত্র প্রেরক এক রকম ধান পাঠান তাহার এক একটা ধানের মধ্যে দুই দুইটা চাউল। বেঙ্গল খৃষ্টান হেরাল্ডের সম্পাদক বাঁকুড়া হইতে আর এক রকমের ধান পাইয়াছেন, তাহার এক একটা ধানের মধ্যে ৩, ৪, ৫ টা চাউল।

—জানুয়ারি মাসের শেষে আমাদের মধ্যম রাজকুমারের সহিত রুশিয় রাজকন্যার শুভ বিবাহ হইতেছে। রুশিয় সম্রাট আমাদের মহারাণীকে বিবাহে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মহারাণী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। রাজ পুত্র সেণ্টপিটার্সবর্গে পৌঁছিয়াছেন।

—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ান্তর্গত ইউনিভারসিটী কলেজে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন।

—কুকীদিগের অধিপতি রতন পুইয়া কলিকাতায় আসিয়া গড়ের মাঠে তাম্বু ফেলিয়া আছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি কুকীদিগের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করেন।

—অসতীত্ব ঘটিত বড় মোকদ্দমার বিলাত আপীল করিবার নিমিত্ত হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। বিচারক মার্কবি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি এই রায় দিয়াছেন "এই মোকর্দ্দমায় যে বিষয়টী মীমাংসার্থ উত্থিত হইয়াছিল তাহা নিতান্ত গুরুতর, তৎসম্বন্ধে উচ্চতম আপীল আদালতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজ যে ব্যগ্র তাহাও আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু এই আইন ঘটিত প্রশ্নের পুনরায় বাদানুবাদ হয় বলিয়া ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মোকদ্দমা আমি প্রিবি কৌন্সেলে প্রেরণ করিতে পারি না।

—সাধারণী বলেন, বিগত ১৩ পৌষ শনিবারে শ্রীরামপুরে সাধারণ বাছনি মতে মিউনিসিপাল কমিশনর স্থির হইয়া গিয়াছে। অক্টোবর মাসের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নিয়ম দ্বারা সমস্ত মিনিসিপালিটিতে ১৮ জন কমিশনর থাকিবে, তাহা স্থির হইয়াছিল। তন্মধ্যে সরকার হইতে ৩ জন নিযুক্ত হইবে বাকি ১৫ জন করদাতৃগণ স্থির করিবে। সমস্ত মিউনিসিপালিটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড, শ্রীরামপুর, চাতরা, ও বল্লভপুর; এই২ স্থানের অধিবাসীরা ৯ জন কমিশনর মনোনীত করিবেন; ২য় খণ্ড, মাহেশ, রিষড়ার অধিবাসীরা ৩ জন ও ৩য় খণ্ড, কোন্নগর ও আলিনগরের করদাতৃগণ ৩ জন; এই সর্ব্ব শুদ্ধ পনের জন হইল। করদাতৃগণের মধ্যে কাহার২ মত লইয়া এই পনেরটি কমিশনরের জন্য ২৫ জনের নাম স্থির করা হইয়াছিল, করদাতৃগণ আপন আপন খণ্ড মধ্যে, এই ২৫ জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবে, এই রূপ নিয়ম। ইহারি বাছনি ১৩ই পৌষ হইয়াগিয়াছে। সমস্ত শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটিতে আন্দাজ ২৬০০০ লোক; তাহরে মধ্যে করদাতার সংখ্যা ৫৫৩৯, তাহার মধ্যে ১৮০৮ জন উপস্থিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কতক গুলি স্ত্রীলোকও ছিল। শ্রীরামপুরের নিশানঘাটায় মহাগোলযোগ হয়। শ্রীরামপুরে দুই জন জমিদার, এক জন কেরানী, ১ জন ব্যবসাদার, ৩ জন বাঙ্গালী ডাক্তার, সরকারী পেনসন ভোগী এক জন ফিরিঙ্গী ও সিবিল ডাক্তার এীন সাহেব এই নয় জন মনোনীত হইয়াছেন। মাহেশ ও রিষড়াতেও তিন জন বাঙ্গালী হইয়াছেন; এবং কোননগরেও বাবু যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব ও আর এক জন বাঙ্গালী কমিশনর হইয়াছেন। সুতরাং ১৫ জনের মধ্যে বাঙ্গালী ১৩ জন, এটি সুসংবাদ বটে। কিন্তু ইহার মধ্যে এক জনও উকীল নাই কেন?

—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লৌহ কারখানাদার বাবু শিব কৃষ্ণ দাঁর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইয়াছিল।

—আমরা "হরবোলা ভাঁড়" নামে এক খানি সচিত্র রহস্য জনক মাসিক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা ভাষায় ইংলণ্ডের 'পঞ্চের' অনুকরণে এক খানি সাময়িক পত্রিকা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহাতে সাধারণ বিষয় ঘটিত চারিটী উপহাস জনক প্রতি কৃতি আছে। চিত্র গুলি অতি সুন্দর রূপে খোদিত হইয়াছে। বিলাতী পঞ্চে হাস্য জনক ছবি গুলির নাক লম্বা করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া এ পত্রিকায়ও অনেক স্থলে তাহাই করা হইয়াছে। নাক লম্বা মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তিতে যে কি রহস্য আছে তাহা বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারেন না।

—দার্জিলিং নিউস বলেন যে গত সপ্তাহে পুর্ণিয়ায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টিত উক্ত জেলার রবিখন্দের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

—প্রেসীডেন্সী বিভাগের ভূত পূর্ব্ব কমিশননার এবং আমাদের লেঃ গবর্ণরের ভ্রাতা সি,ক্যাম্বেল সাহেব ইংলণ্ডের কোন সংবাদ পত্রে লেঃগবর্ণরের পদ পরিত্যাগ সম্বন্ধে এই রূপ লিখেন। 'গত জুন মাসে যখন বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, তখন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল কয়েক মাসের জন্য এক বার বাটি বেড়াইয়া যাইতে চাহিয়া ছিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি কিছু দিনের জন্য বাটি আসিয়া বিশ্রাম করিতে সংকল্প করেন। গবর্ণর জেনারল তাহাতে সম্মতি দেন। তার পরেই অনাবৃষ্টি দেখিয়া দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষের দুর্ভাবনায় লেঃ গবর্ণরের শরীর আরও রুগ্ন হইয়া পড়ে। চিকিৎসকেরা উপদেশ দেন যে তিনি এদেশে আর এক গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারিবেন না।' আমাদের লেঃ গবর্ণর তাঁহার ইংলণ্ডস্থিত উপরোক্ত ভ্রাতাকে গত ১৪ই নবেম্বর এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন। 'আমার ফেব্রুয়ারি মাসেই বাটি যাইবার সংকল্প ছিল। কিন্তু এখন কবে যাইতে পারি তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি যত দিন কাজ করিতে সমর্থ হইব তত দিন এখানে থাকিব। আমার স্কন্ধে এখন কার্য্যের এত ভার পড়ে নাই যাহাতে আমি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারি। যখন আমি কাজ চালাইতে অসমর্থ হইব, তখন যাইতে পারিব।'

—অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন যে হিন্দুরা কস্মিন্ কালে ধর্ম্ম প্রচারক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। এ কথাটী সত্য। হিন্দু ধর্ম্মে প্রচারণা প্রথা না থাকার কারণ এই। যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের নিজ২ ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত এবং তাঁহাদের মনোমত ঈশ্বরের অর্চ্চনা ব্যতীত মানব জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, তাঁহারাই আপনাদের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে ব্যগ্র হন। হিন্দুদের বিশ্বাস সে রূপ নহে। তাঁহারা বলেন যিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করুন না কেন, সকললেই মুক্তি লাভ করিবে।

—ফ্রান্সের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধ ও ফ্রান্সের দুর্দ্দশার কথা আমাদের পাঠক বর্গের স্মরণ আছে। মেট্জ নামক ফ্রান্সের একটী দুর্গ বেজিন নামক ফরাসীস এক জন সেনাপতি সসৈন্যে রক্ষা করিতে ছিলেন। প্রুশিয়েরা এই দুর্গ জয় করিয়াই পারিস নগর অধিকার ও ফরাসীসদিগকে অবনত করে। মেট্জ দুর্গ অধিকৃত না হইলে ফ্রান্স এত দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইত না। কিন্তু সম্প্রতি বিচারে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে সেনাপতি বেজিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মেট্জ দুর্গ প্রুশিয়দের হস্তে সমর্পণ করেন। এই ভয়ানক অপরাধে বেজিনের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়, কিন্তু ফ্রান্সের বর্ত্তমান অধিপতি মৃত্যু দণ্ড বিশ বৎসরের কারাবাসে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। বেজিনের বিচারে প্রকৃত বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ হওয়াতে ফরাসীসরা আর এখন আপনাদিগকে তত অপমানিত বোধ করিতেছেন না।

—পাবনার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বাস্তবিক দীন প্রজার দুঃখে দুঃখী না কেবল জমিদার বিদ্বেষী তাহা গ্রাম-বার্ত্তা প্রকাশিকায় প্রকাশিত নিম্ন লিখিত "চাসী প্রজাগণ" স্বাক্ষরিত পত্রখানিতে প্রকাশ পাইবেঃ—"জেলা পাবনার অন্তর্গত বাণিয়াপড়ার উত্তরে নামজাত ভবানীপুরে সরকার বাহাদুরের খাস চর জাজিয়ার প্রবর্ত্ত হওয়াবধি আমরা ঐ চরে বাস করিবার প্রার্থনায় চাষ দ্বারা আন্দাজ ৮।৯ শত বিঘা জমী আবাদ করিয়া ১২৭৮ সালের অগ্রায়ণ মাস হইতে তাহার কতক জমীতে ধান্য বুনানী করিয়া আসিতেছি। ইমসনেও আমরা উক্ত চরের কিয়দংশ জমিতে ধান্য বুনানি করিতে উদ্যত ছিলাম। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, আমাদের ভোগ দখলের ঐ জমি গুলি আমাদের নিকট পাট্টা দেওয়া সত্বেও ফুর্ত্তি মাজিপাড়ার পক্ষে বিনামিত দেওয়া হইল। আমরা পাবনার কালেক্টর টেলর সাহেবের নিকট হাজির হইয়া এ বিষয়ে রীতিমত আপত্তি জানাইয়াছিলাম। প্রায় ৩।৪ মাস যাবত আমরা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাবনাতেই যাতায়াত করিতেছিলাম, মহাশয়! শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, আমাদের সেই বুনানী ধান্য সহিত পাট্টাই জমির কুঠীর তরফেই দেওয়া হইয়াছে। এক এই আকালের সময়, তাতে এরূপ হইলে আমরা একেবারেই ধনে প্রাণে মারা পড়িব। উপরোক্ত জাজিয়ার চরের অপর একটী স্থানে ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রায় ৫।৭ শত বিঘা জমিতে আমরা ধান্য বুনানি করিয়াছিলাম। সরকার বাহাদুর সে জমি গুলিও কুষ্টিয়া মহকুমার অধিন মজমপুরের কুঠীর সাহেবকে ঐ রূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রস্তুতি যে সমুদায় ধান্য ঐ চরে ছিল তাহা ক্রোক রাখা হইয়াছে।"

—আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর তাঁহার বঙ্গপুরস্থ জমিদারির দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থ সেখানে দশ হাজার মন চাউল প্রেরণ করিয়াছেন এবং জল কষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী সকল খনন করাইয়া দিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বহরমপুর রাস্তা মেরামত ও নলহাটীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে বিস্তর দরিদ্র লোক নিযুক্ত হইতে পারিবে। রায় ধনপৎ সিংহের এই সৎ দৃষ্টান্তে আমাদের ধনবান মহাশয় বা তাঁহাদের ধনের সার্থকতা করুন।

—সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক, ও শিবোপাসকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। লঙ্কাধিপতি দশানন পরম শিব-ভক্ত ছিলেন। এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সিংহলে অদ্যাপি শৈব ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নাই।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন যে কলিকাতা হইতে প্রতিদিন ২৮ হাজার মন চাউল ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইতেছে।

—এদেশীয় মহাজনেরা মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় চাউলের আমদানী করিতেছেন।

—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকা বিভাগের কমিশনর এবারক্রম্বী সাহেব গত বৃহস্পতিবার ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

—ইংলিশম্যানে "সুরেশচন্দ্র দত্ত" স্বাক্ষরিত এক খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক ইংলিশম্যান কাগজের একজন গ্রাহক ছিলেন। তিনি লিখেন যে, "যে পত্রিকা আমার দেশীয় লোককে গ্লানি করে আমি তাহার গ্রাহক হইতে পারি না। কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বদেশ ও স্বদেশীয় লোকের নিন্দাবাদ পাঠ করা নিতান্ত অসহনীয়।" ইংলিশম্যান বাঙ্গালী বিদ্বেষী কি না সে বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। তবে সুরেন্দ্র বাবুর স্বদেশানুরাগ দেখিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণজনগণকে জানান যাইতেছে যে ভেটাগের পূর্ব্ব দ্বারের অন্তর্গত দোতমা নামক স্থানে ১৮৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে একটী মেলা হইবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী মেলা আরম্ভ হইয়া পাঁচ দিবস থাকিবে। কিন্তু অভিলষণীয় হইলে অবস্থানুযায়ী যথা প্রয়োজন ঐ মেলার স্থায়িত্ব কাল বৃদ্ধি করা যাইবে। এবং তথাতে আবাস কুটীর প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমুদয় সংগৃহীত হইবে।

দোতমায় গমন করিবার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর দিয়া, একটী পথ আছে ঐ পথ সংস্কার করা যাইতেছে শকটাদি গমনোপযোগী হইবে এবং পান্থগণের অবস্থানার্থে পথপার্শ্বে কুটীর নির্ম্মিত হইবে ও বাণিজ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে যতদূর হইতে পারে সুশৃঙ্খলা করা যাইবে।

মেলার স্থায়িত্ব কাল মধ্যে অশ্ব, গজ সঞ্চালন ও মনুস্যধাবন ইত্যাদিতে জয়ীগণকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।

১৮৭৩। ১৯এ ডিসম্বর জেলা গোয়াল পাড়া জুডিশ্যীয়ল ডিঃ নেঃ	Poorna nund Barooh Ex Asst. Commr. Incharge For Dy. Commr.

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয়-চরিতাষ্টক মূল্য ৸৵ আনা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। ইহাতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামদুলাল সরকার, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (মুকুট রায়) দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই আট জনের জীবন চরিত আছে।

নিম্নলিখিত পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কৃষ্ণনগর বালিয়াডাঙ্গায় ও বহরমপুর ট্রেনিংস্কুলে পাওয়া যায়।

সরভেইং ক্ষেত্রবিজ্ঞান তৃতীয় সংস্কৃরণ	
শ্রীযুৎ পার্ব্বতীচরণ রায়ের প্রণীত	১।০
শুভঙ্কর গণিতের মূল প্রক্রিয়া	
বাজার হিসাব ইত্যাদি	
শ্রীযুৎ গৌরীকান্ত রায় প্রণীত	॥০
জরীপ কালীন ব্যবহার্য্য চাঁদা	৵০

শ্রীচন্দ্রকান্ত রায়।

বিজ্ঞাপন।

উত্তম বেঙ্গল রম ১। ডজন ৯৲। ১ বোতল ৸৵০। ১ পাইট ।৵০। ডিষ্টেলার শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র সাহা কোং সোল এজেণ্ট শ্রীযুত সাহা কোং ২৫ নং ডেলহৌষ স্কয়এর কলিকাতা।

Wanted immediately a 2nd Master for tne Burpetta Higher Class English School, salary Rs. 60 per mensem. Also

A 3rd Master for the above school salary Rs. 40 per mensem.

Apply with copies of testimonials to—

A. C. CAMPBELL, ESQ,
Assistant Commissioner President Higher ClassEnglish School.

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা ২২২ পৃষ্ঠা ৬৩ খানি চিত্র সম্বলিত মূল্য ১৲ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা। বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে।

বিজ্ঞানসার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

This work is eminently fitted as a text book for schools * * It can be safely used for the purpose of scientific instruction. The production does credit to his (author's) abilities and scholarship—*Indian Mirror* Aug. 23.1872.

The author Baboo Beereshur Panda deserves great credit for the attempt he hs made. * * * The book will form a good text for schools.—*Hindoo Patrio* Aug. 26. 1872.

গ্রন্থ খানি যে কেবল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এমন নহে, ইহাতে অতি সরল প্রাণালীও অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পমাত্র সাহায্য লাভ হইলে বালক বালিকারা এখানি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।—সোমপ্রকাশ, ২১শে ফাল্গুন।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদগের এপুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার হইবে।—অমৃত বাজার পত্রিকা।

লীলাবতী প্রথম ভাগ। সংস্কৃত অনুবাদিত মূল্য ॥০ আনা।

বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ বর্ণপাঠ, মূল্য ৵০। ইহাতে সুপ্রাণালীতে বালক শিক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত পুস্তক ত্রয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কেনিং লাইব্রারি এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১৲ ডাক মাসুল ৵০ কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামক গলি ৭নং বাড়ীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ আনা। ডাক মাশুল /০ আনা। অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস ও পাবনার অন্তর্গত চাটমোর, হরিপুর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চৌধুরীর নিকট প্রাপ্তব্য।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফঃস্বল আদালত সমূহে প্রবেশ নিমিত্ত যে সকল পরীক্ষার্থী ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা দিবেন, তাহাদিগের পরীক্ষা করনোদ্দেশে যে বোর্ড অব একজামিনার অর্থাৎ পরীক্ষক সভা নিযুক্ত হইয়াছেন তৎ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৭৩ সালের ২৯এ অক্টবর ও ২৬এ নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে শ্রীযুত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক দিন নির্দ্ধারিত হইয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই দিনে কি তৎ পূর্ব্বে উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বয়ের নিমিত্ত যে পরীক্ষার্থীর আবেদন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তিনি যদি সন ১৮৭৩ সালের ১৭ইসেপটেম্বর তারিখের হাইকোর্টের নিয়মাবলীর লিখিত সার্টিফিকেটের আসল সার্টিফিকেট অথবা বিচার বিভাগের কোন হাকিমের দ্বারা তজদিক করা নকল ইত্যগ্রেই প্রেরণ না করিয়া থাকেন তবে তিনি সন ১৮৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত পরীক্ষক সভার সেক্রেটারির নিকট তাহা প্রেরণ বরিবেন।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহার সার্টিফিকেট সকল যে লেফাফার মধ্যে থাকিবে তাহার উপরে তিনি তাঁহার নাম এবং তিনি যে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন তাহা লিখিয়া দিবেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহাদের নামের একটী তালিকা জানুয়ারির মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। নিম্ন শ্রেনীর ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা পরীক্ষক সভা কর্ত্তৃক যে পরীক্ষার্থী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহার এক খান সার্টিফিকেট এবং তাঁহারা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য যে ফিস দিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহারা যে জেলায় বাস করেন সেই জেলার ট্রেজারি হইতে এক খানি রসীদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যে স্থানে পরীক্ষা দিতে অভিলাষ করেন সেই স্থানের পরীক্ষক দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা ঠিকানা লিখিয়া মাশুল দেওয়া এক খান আফিস লেফাফা দিলে তাঁহাদের সার্টিফিকেট সকল তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া যাইবে। উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় যাহারা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা যে পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার ফিস দিয়াছেন, কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি হইতে ইহার এক খান রসিদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কলিকাতায় পরীক্ষকদিগের নিকট উপস্থিত হইবেন। পরীক্ষকেরা সেই সময় তাহাদের সার্টিফিকেট তাহাদিগকে ফেরত দিবেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫এ, ২৬এ, ২৭এ এবং ২৮এ তারিখে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

২০এ ডিসেম্বর। ১৮৭৩	সিসিল জ্যাকসন পরীক্ষক সভার সেক্রেটারি।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।